কালের কণ্ঠ

তারিখ 31 JAN 2014
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

সাক্ষাৎকারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার কালের কণ্ঠকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বর্তমান কাজ নিয়ে কথা বলেছেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অসমাপ্ত কাজগুলো দ্রুত শেষ করার

কাজে গতি আনার প্রতিশ্রুতি

জাতীয়করণ করা প্রাথমিকের লক্ষাধিক শিক্ষক আগামী মার্চ মাস থেকে সরকারি স্কেলে বেতন পাবেন বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। কালের কণ্ঠকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, আমি এই মন্ত্রণালয়ে নতুন। আমাকে ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৮

কাজে গতি

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

এখন সবকিছু বুঝতে হবে, জানতে হবে। যতটুকু বুঝেছি তাতে বলতে পারি, যা আছে তা তো আছেই; তবে সব কাজের গতি ত্বরান্বিত করাই হবে আমার প্রথম কাজ। ভরসা রাখুন। আপনাদের নিরাশ করব না।'

সম্প্রতি জাতীয়করণ হওয়া ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক লাখ তিন হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এত শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণে প্রক্রিয়াগত কিছু সমস্যা আছে। শিক্ষকরা যাতে দ্রুত সরকারি বেতন পান সে বিষয়ে আমরা সচেতন। আমাদের আন্তরিকতা ও চেষ্টার ত্রুটি নেই। ইতিমধ্যে বেতন স্কেল নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে তৃতীয় পর্যায়ের প্রায় ৯০০ শিক্ষকের জরিপকাজ এখনো শেষ করা যায়নি। এটা শেষ হলেই মূলত পুরো কাজ শেষ হয়ে যাবে। নিশ্চয়তা দিতে পারি, মার্চ থেকেই শিক্ষকরা সরকারি স্কেলে বেতন পাবেন।'

পুলচুক্তে ১৫ হাজার শিক্ষকের নিয়োগের ব্যাপারে মন্ত্রী ফিজার বলেন, 'এই নিয়োগে মন্ত্রণালয়ের কোনো আপত্তি নেই। পুনের শিক্ষকদের আমাদের দরকার। কিন্তু এসব শিক্ষক নিয়োগে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সামান্য আপত্তি রয়েছে। তবে আমরা তাদের নিয়োগের ব্যাপারে আশাবাদী।'

সব শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা ও ঝরে পড়া রোধের বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাধ্যাহ্নের বন্দোবস্ত করার একটি প্রকল্প চলছে। এর আওতায় কয়েকটি বিদ্যালয়ে পাইলট প্রকল্প হিসেবে দুপুরের খাবার দেওয়া হচ্ছে। সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ই যাতে এ প্রকল্পের আওতায় আসে তা মাথায় রেখে কাজ করছি। প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার বিষয়ে আগের পরিকল্পনাগুলো দেখছি। ইতিমধ্যে মডেল বিদ্যালয় হিসেবে প্রতি উপজেলায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস চলছে। এই প্রকল্প কিভাবে সফল করা যায় সে বিষয়ে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দেব।'

বিদ্যালয়গুলোতে ডিজিটাল শ্রেণীকক্ষ চালুর বিষয়ে মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার বলেন, 'এ প্রকল্প অব্যাহত থাকবে এবং ২০১৬ সালের মধ্যেই ৩৬ হাজার বিদ্যালয়কে এর আওতায় আনা হবে। পরবর্তী সময়ে বাকি বিদ্যালয়গুলোতে এই প্রকল্প সম্প্রসারণ করা হবে। কোনো বিদ্যালয়ই ডিজিটাল ক্লাসরুমের আওতার বাইরে থাকবে না।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'রাজনৈতিক অচলাবস্থার মধ্যেও সব শিশুর হাতে সময়মতো বই পৌঁছে দেওয়া সাধারণ কোনো ব্যাপার নয়। আমি মনে করি, কমিটমেন্টের কারণেই প্রায় ৩১ কোটি বই যথাসময়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। আগামীতেও তা অব্যাহত থাকবে।'

নির্বাচনী সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে মন্ত্রী বলেন, 'দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ শেষে মেরামতের জন্য ত্বরিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়গুলো পুরোপুরি প্রস্তুত হওয়ার আগ পর্যন্ত বিকল্প ব্যবস্থায় পড়ালেখা অব্যাহত রয়েছে।'

পরীক্ষা এবং বিশেষ কিছু মুহূর্তে রাজনৈতিক দলগুলোকে হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি না দেওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'হরতাল-অবরোধে শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে তা পূরণের চেষ্টা চলছে। যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রদানে আমরা বদ্ধপরিকর।'